জয় হিন্দ

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জয় বাংলা

আপনার প্রতীক

জনগণের প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA

Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫১ (সাপ্তাহিক) • ২ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৮ এপ্রিল ২০২১ • ১৯ চৈত্র ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 51 (Weekly) • 2 APRIL, 2021 – 8 APRIL, 2021 • Friday • Rs. 3.

নন্দীগ্রামে মমতার পাশে মানুষ

৯০ শতাংশ এলাকা থেকে জিতব : জননেত্রী

মানুষকে নিজের ভোট নিজে দেবার ব্যবস্থা করুন। বয়াল গ্রামে পর্যবেক্ষকদের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।

বিজেপির মুখে চুনকালি পড়বে

হুঁশিয়ারি মমতার

জাগো বাংলা, সংবাদদাতা: শত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জবাব দিল নন্দীগ্রাম। মানুষ জননেত্রীর পাশে। সকাল থেকে বেরিয়ে নিজেদের মতামত ভোটবাক্সে জানিয়ে দিয়ে এসেছে অসংখ্য মানুষ। ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি। মানুষ বলে দিয়েছে নন্দীগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত নিয়ে জয় আসবে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে। মানুষের ভাষা বুঝেছেন নেত্রীও। বলেছেন, "নন্দীগ্রামে আমি জিতব মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে।"

প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন নেত্রী। সেই ঝড় ভোটবাক্সে এল সকাল সকাল। ভোট চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী সকাল থেকে খবর নিয়েছেন। মানুষও সকাল থেকে বেরিয়ে ভোটদান করেছেন। বিশেষ করে সকাল সকাল বেরিয়ে এসেছেন মহিলারা। এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, নেত্রীকে ঘরের মেয়েরা চায়। বাংলা তার ঘরের মেয়েকে চায়। মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখতে ভোটের দুপুরে একবার বেরোন। সেখানে তাঁকে দেখেই মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। কার্যত সংবর্ধনা জানান। সেখানেই নন্দীগ্রামের জবাব পেয়ে যান নেত্রী। পরে ভোটপর্ব শেষে যান ভাঙাবেড়া হয়ে গোকুলনগর, সোনাচূড়া। সর্বত্র এক ছবি। গোটা নন্দীগ্রাম জানিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই জয়ী।

নন্দীগ্রাম মানুষের লড়াইয়ের সংগ্রামের ভূমি। সেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেমেছিলেন মানুষের সংগ্রামের মর্যাদা, মানুষের অস্তিত্বের মর্যাদা, তার অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে। সেই লড়াইয়ে প্রথম থেকেই খবর ছিল ষড়যন্ত্রের। মানুষের ভোট কাড়ার। তাই প্রথম থেকে কোনও সুযোগই ছাড়েননি নেত্রী। একেবারে মাটি কামড়ে বসে ছিলেন যতক্ষণ না ভোট শেষ হয়। ভোট শেষ হতেই কলকাতা ছুঁয়ে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেখানকার মানুষের কথা ভেবে থেকে যান ভোটের রাতটুকুও। যা জানা গিয়েছে তাতে গড়ে ৮৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। সেই খবর পেয়ে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত রেখে পরদিন সকালে কলকাতা হয়ে নেত্রী চলে যান উত্তরবঙ্গ।

উত্তরবঙ্গে গিয়েও বলেছেন, নন্দীগ্রামে তাঁর জয়ের কথা। বলেছেন, "নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন। নন্দীগ্রামে ভোট দেখে বলতে পারি আপনারা জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকুন। দু'দফায় ৬০টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। এর মধ্যে ৫০টিতে আমিই জিতছি।" বস্তুত, এই কেন্দ্র প্রথম থেকেই গোটা দেশের নজরে। কারণ মা-মাটি-মানুষের নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখান থেকে লড়ছেন। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি আকর্ষণ ছিল। নেত্রী স্রেফ ভরসা রেখেছেন মানুষের উপর। আর কোনও সন্ত্রাস বা হামলা যাতে হার্মাদের দল বা সাম্প্রদায়িক দল করতে না পারে সেদিকে নজর রেখেছিলেন। প্রথম থেকেই খবর রেখেছিলেন কোথায় বহিরাগতরা আসছে। বারবার সেসবের তথ্য নিয়ে যথাস্থানে জানিয়েছেন। জননেত্রী শুধু চেয়েছিলেন যে কেন্দ্র থেকে তিনি লড়ছেন, সেই এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। শুধু তো ভোটে লড়া নয়, যেখান থেকে মানুষ তাঁকে জিতিয়ে আনবে, সেই জায়গাটাকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে। কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মমতাময়ী মা। তাঁর শুধু ভোটে লড়াটাই কাজ নয়, দায়িত্ব আরও বড়। ঠিক সেই কারণেই নেত্রী টানা বসেছিলেন নন্দীগ্রামে। আর মানুষও তাঁকে দিয়েছে উজাড় করে।

একটা সময় এই নন্দীগ্রামই বধ্যভূমি হয়ে উঠেছিল। ১৪ বছর আগের ঘটনা সকলের জানা। বাম আমলের হার্মাদদের অত্যাচারে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শিল্পের ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষকের, সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে শিল্পপতির হাতে দিয়ে দিতে চেয়েছিল সেই সরকার। সেই জমি রক্ষার লড়াইয়ে সিঙ্গুরের আন্দোলনের মাটি থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নেত্রী। মানুষের কাছেও পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহু প্রাণের বিনিময়ে তিনি তা পেরেছিলেন। তাঁকে নানা জায়গায় আটকানো হয়েছিল। খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

সেসব দিনের ঘটনার কথা বারবার মনে করিয়েই এবার নেত্রী বলে দিয়েছিলেন ১০ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে নানা সুযোগ-সুবিধা তিনি নন্দীগ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এবার পালা নন্দীগ্রামকে ঘিরে সেখানকার আন্দোলনকে আরও সম্মান দিয়ে একটা সার্কিট করে দেওয়া। তাতে সমুদ্র জুড়বে। জুড়বে জঙ্গলমহল। মানুষের লাগাতার উন্নয়ন হবে। বাংলার উন্নয়নে বড় ভূমিকা নেবে নন্দীগ্রাম। এবার সেই উন্নয়নে শামিল হওয়ার জন্য মানুষের কাছে যাওয়া নেত্রীর। মানুষও বুঝিয়ে দিল তাঁর অপেক্ষাতেই ছিল নন্দীগ্রাম। এবার শুধু জয়ের ঘোষণার অপেক্ষা।

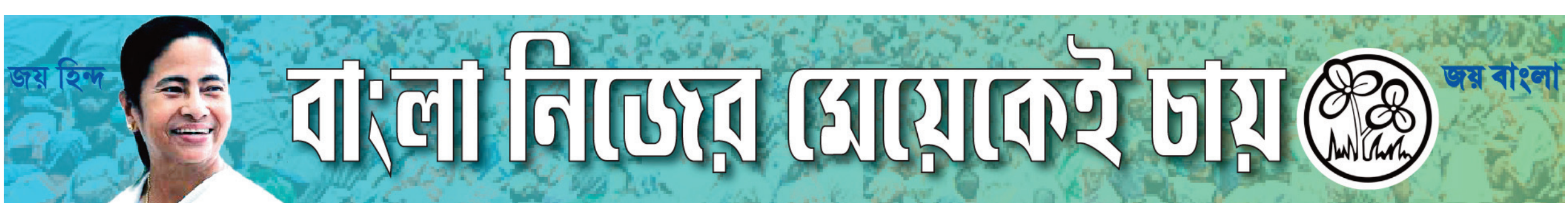

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভরসা তৃণমূলই

বাংলায় ভোট পর্ব চলছে। প্রথম দুই দফাতেই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারই ফের রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। বিজেপির আস্ফালন বৃথাই। সর্বত্র বাংলার জনগণ বিজেপিকে উচিত জবাব দিচ্ছে। বাংলার মানুষ সর্বত্র বিজেপিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, শান্তির বাংলায় সন্ত্রাস করে, হিংসা দিয়ে ভোট পাওয়া যায় না। বাংলায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পাওয়া যায় না। বাংলায় বহিরাগত নেতাদের কোনও জায়গা নেই। বাংলার মানুষ দিকে দিকে বিজেপিকে জানিয়ে দিচ্ছে, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের প্রত্যাবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে নেমেছে দশ বছরের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে। আর সেখানে বিজেপির মুখে উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্প নিয়ে একটিও শব্দ নেই। উন্নয়নের প্রশ্নে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলায় পেরে উঠবে না বুঝেই বিজেপি মিথ্যার ও হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, রাজ্যের মানুষের কাছে এই বিজেপির আসল রূপটি আর গোপন নেই। দুই দফায় ভোটে তার জবাব মানুষ বিজেপিকে দিয়েছে। বাকি দফার ভোটও তাই-ই হবে। ২ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বিজেপি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বিজেপির দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। বস্তুত, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প— সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। রাজ্যের মানুষের জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প এনে বিশ্ববাসীর প্রশংসা পেয়েছে। সারা দেশে সেই প্রকল্পগুলি আজ মডেল। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ কোনও না কোনও ভাবে জননেত্রীর সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকেন। কোনও একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে এই অল্প সময়ে উন্নয়নের কাজ দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কাজটা আরও কঠিন হওয়ারই কথা ছিল। কারণ এখানে ৩৪ বছর ধরে বাম সরকার এমন প্রশাসন চালিয়েছে, যারা রাজ্যে কেবল অপশাসনই কায়েম রেখেছিল। যাদের বন্ধ্যা নীতি, অকর্মণ্যতা আর দুর্নীতি বাংলাকে সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। বন্ধ থেকেছে উন্নয়নের সব পথ। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সন্ত্রাসের রাজত্বই কায়েম করা হয়েছিল। বাংলায় শাসন ক্ষমতায় এসে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সুপ্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাকে যেভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাতে দেশবাসী অভিভূত। তাঁর সেই সুযোগ্য নেতৃত্বেই এগিয়ে চলবে বাংলা। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলায় তৃতীয় মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠিত হবে।

দুই মুহূর্ত

ভোটের দিন নন্দীগ্রামের বয়াল বুথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিঙ্গুরে বেচারাম মান্নার সমর্থনে জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণতন্ত্রকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করছে বিজেপি

তীর্থ রায়

বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী দল কেন বলা হয় তা এবারের ভোটে বাংলার মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। একটা অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা জোর করে দখল করার জন্য বিজেপি যে নোংরা খেলায় নেমেছে, তা সংসদীয় গণতন্ত্রে বেনজির। ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স ৭০ বছর পেরিয়েছে। দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এইরকম নির্বাচন কেউ দেখেনি। সমস্ত দিক দিয়ে বিজেপি ষড়যন্ত্রে নেমেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীতে সংসদীয় গণতন্ত্র চলছে কয়েকশো বছর। সংসদীয় গণতন্ত্রের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরকম নজির মিলবে না। এর আগে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিজেপি কীভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছে। যেখানে তারা পরাস্ত হয়েছে, সেখানে ভোটের ফল বেরোনোর পর কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঘোড়া কেনাবেচা করে তারা সরকার গঠন করেছে। মণিপুরের ঘটনা সকলের হয়তো খেয়াল রয়েছে। বিজেপি মাত্র একটি আসন জিতেছে, কিন্তু পয়সা ছড়িয়ে তারা সরকারে চলে যায়। কয়েকদিন আগে আমারা মধ্যপ্রদেশে দেখেছি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে টোপ দিয়ে কীভাবে বিধায়ক কিনে বিজেপি ফের রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছে। এই রাজ্যের ভোটে সাধারণ মানুষ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় থেকে তারা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি ছাড়া কিছু করেনি। চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপম কেলেঙ্কারি গোটা পৃথিবীতে হইচই ফেলেছিল। সেই কেলেঙ্কারির সরকারকে বিদায় জানাতে মধ্যপ্রদেশের মানুষ ভোটে একজোট হয়েছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে তারা রায় দেয়। অথচ সেই রায়কে পদদলিত করেছে বিজেপি। মানুষের রায়কে এইভাবে বদলে দেওয়ার নজির দ্বিতীয়টি দেখা যাবে না। একই ঘটনা ঘটেছিল কর্নাটকেও। সেখানেও বিজেপি সরকার গঠনের জন্য মানুষের রায় পায়নি। কিন্তু, ঘোড়া কেনাবেচা করে সরকার দখল করে।

এবার বাংলায় বিজেপি যা শুরু করেছে তা অতীতে দেশের অন্য কোনও রাজ্যেও দেখা যায়নি। একদিকে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সংহতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিজেপি মেরুকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার সুযোগ নিয়ে বিজেপি সবরকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করছে। সমস্ত এজেন্সিকে তারা মাঠে নামিয়েছে। এজেন্সিগুলোকে দিয়ে তারা রাজ্যের বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে লাগাতার হেনস্তা করে চলেছে। ভোট আসতে বিজেপির নৃশংসতা আরও প্রকাশ্যে চলে এল। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এর আগে কোনও রাজনৈতিক দলকেই এইভাবে আঘাত করতে দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি সৌন্দর্যই হল রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই ভিন্ন দলের সরকার। রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই ভিন্ন দল থাকলে একদিকে যেমন গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়, অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু, বিজেপি বিশ্বাস করে না গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। তারা একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে পদদলিত করছে, তেমন অন্যদিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে ফেলার সবচেয়ে বড় উদাহরণই হল, রাজ্যের সরকারগুলিকে যেমনতেমনভাবে দখল করা। পশ্চিমবঙ্গের এবারের বিধানসভা ভোটে এই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সাধারণ মানুষের রায়ের উপর বিজেপি নির্ভর করতে রাজি নয়। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে তারা মানুষের রায়কে চুরি করার চেষ্টা করছে। অতীতে কেন্দ্রে বিভিন্ন দলের সরকার থেকেছে। রাজ্যে তাদের বিরোধী দলের সরকার থেকেছে। রাজ্যে যখন ভোট হয়েছে তখন নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করেনি কেন্দ্রে থাকা সরকার। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে এর আগেও বহুবার ভোট পাহারা দিয়েছে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনীর এইরকম পক্ষপাতমূলক আচরণ আগে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের ভোটে এসে বাহিনীকে প্রভাবিত করছেন, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করছেন, এমন ঘটনা কখনও কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এই ঘটনা গণতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার নামান্তর। বিজেপি একটি ফ্যাসিবাদী শক্তি। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা চায় এইভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সরকারে থাকতে। তারা চায় এইভাবেই মানুষের রায়কে পদদলিত করে বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে যেতে। এই বিপজ্জনক ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকে বাংলায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরাস্ত করবেন তা নিয়ে অবশ্য কোনও সংশয় নেই। বিজেপির বিশাল পরাজয় হবে বাংলায়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের ভোটে এসে বাহিনীকে প্রভাবিত করছেন, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করছেন, এমন ঘটনা কখনও কোনও রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এই ঘটনা গণতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার নামান্তর। বিজেপি একটি ফ্যাসিবাদী শক্তি। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা চায় এইভাবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সরকারে থাকতে। তারা চায় এইভাবেই মানুষের রায়কে পদদলিত করে বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে যেতে।

বিপুল জনমত নিয়ে সরকার গড়বে তৃণমূল, বললেন অভিষেক

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : মেয়েকে চান না বহিরাগত নেতাদের চান? দুয়ারে রেশন চান না বিনা পয়সার ভাষণ চান? উন্নয়ন চান না অনাচার? কোনটা চান সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাদেরই। জনগণকেই এবার এই দায়িত্ব দিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

ধারাবাহিক ভোট প্রচারে ভিড়ে ঠাসা একাধিক সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়া। আড়াইশোর বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যদি ১০-০ বলে মাঠের বাইরে বের করে না দিতে পারি, রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, বহিরাগতদের দিয়ে বাংলায় সরকার গড়া যাবে না। বাংলার মানুষই বাংলায় সরকার গড়বে। বাংলা কখনও দিল্লির কাছে মাথা নত করবে না। কিছু গুজরাতি ও উত্তরপ্রদেশের লোক এসে এ রাজ্যে মস্তানি করলে তা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না। বাংলার মানুষ দিল্লির স্তাবকতা পছন্দ করে না। এবারের ভোটের লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান বাড়ানোর লড়াই।

যারা বাইরে থেকে এসে মানুষকে প্রভাবিত করতে চাইছে বিজেপির সেসব নেতাদের কটাক্ষ করে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সর্বভারতীয় নেতারা এখন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। অথচ মানুষ যখন দিশেহারা তখন কারও টিকিও খুঁজে পাওয়া যায় না। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের নিরাপত্তা দিয়েছেন। কেন্দ্রের অপরিকল্পিত লকডাউনের সময় তৃণমূল কমিউনিটি কিচেন-এর মাধ্যমে অভুক্ত মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছে। বিজেপি আসলে বোকা বানাতে চাইছে। ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। ওরা বাংলাকে গুজরাত ভেবেছে। ওদের যোগ্য জবাব দিন। সব আসনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতান।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করে বলেন, "ওরা বলছে সোনার বাংলা তৈরি করবে। তাহলে প্রশ্ন, এতদিন কেন সোনার উত্তরপ্রদেশ, সোনার ত্রিপুরা, সোনার অসম, সোনার ভারতবর্ষ তৈরি করা গেল না। উত্তরপ্রদেশ তো নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যা করে দেখিয়েছেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য প্রকল্পে, ভারতবর্ষের অন্য কোনও বিজেপি-শাসিত রাজ্য তা করে দেখাতে পারেনি। মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এই বাংলাই।"

তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপির প্রতিশ্রুতি খালি কানে শুনতে পাবেন, চোখে দেখতে পাবেন না। তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি শুনতেও পাবেন, দেখতে পাবেন। প্রশ্নটা হল একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে মিথ্যা ভাষণের। একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি অন্যদিকে শুধুই শান্তি। আচ্ছে দিনের নমুনা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ৮৫০ টাকা রান্নার গ্যাস, ১৬০ টাকা তেলের লিটার আর ১০০ টাকা ছুঁই ছুঁই পেট্রোল।"

যারা দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছে তাদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিশ্বাসঘাতকদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের লড়াই বহিরাগতদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করার লড়াই। ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যিনি দিল্লির কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেননি। ত্রিপুরার উদাহরণ টেনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "পরিবর্তনের পর ত্রিপুরায় কী অবস্থা হয়েছে তা বাংলার মানুষ জানে।" আমফান বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ টেনে যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, "আমফান হয়েছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আসেননি। বিজেপির কোনও নেতা নেত্রীরা আসেননি। মানুষের পাশে থেকেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার।"

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

দ্বিতীয় পর্বেও জয়জয়কার হবে তৃণমূলের

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : দ্বিতীয় দফার ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটেও জয়জয়কার তৃণমূলের। বাংলার মানুষ উৎসাহে ও আবেগের সঙ্গে ভোট দিলেন। আর এই ভোট বাংলায় বহিরাগতদের রুখতে। এই ভোট ছিল মা-মাটি-মানুষের উন্নয়নের প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়েই ভোটাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নেতাজির বাংলায় দুর্বৃত্তদের ঠাঁই নেই। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি বাংলা মেনে নেয়নি, নেবেও না। মানুষ ভোট দিয়েছেন উন্নয়নের পক্ষে। বাংলার রায় প্রকাশ হবে আগামী ২ মে। সেদিনই স্পষ্ট হবে যে, বাংলা নিজের সংস্কৃতিতে অবিচল থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়। বাংলা চায় শান্তি-উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে চলুক। বাংলা চায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের পক্ষে বিপ্লব ঘটাবে মানুষ।

প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও ৩০টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি আসন ছিল। বাঁকুড়ার আটটি, পূর্ব মেদিনীপুরের ন'টি ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ন'টি আসন ছিল। ভোটারদের উন্মাদনা বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রায় সব আসনে জয় শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা। প্রথম দফার মতোই গেরুয়া বাহিনীর হুমকির পরিবেশ বা বহু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করেই মানুষ ভোট দিয়েছেন। কারও চোখ রাঙানিকে বাংলার মানুষ ভয় পায় না। এবারে ভোটে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছেন। গণ আন্দোলনের ও জমি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। সেখানে নেত্রী প্রার্থী হওয়ায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছিল। পূর্ব মেদিনীপুরেরই নন্দীগ্রাম লাগোয়া চণ্ডীপুর, তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না, নন্দকুমার, হলদিয়া প্রভৃতি বিধানসভায় ভোট হয়েছে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে। বিকেল পাঁচটার মধ্যেই ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় ভোটের হার।

সকাল থেকেই বহু বুথে ইভিএম বিকল হয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে ভোটারদের বাধা দেওয়া হয়েছে। এমনও অভিযোগ এসেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে সকালে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের সিএমই গেট এলাকায় রেলের সুপারভাইজার্স প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্রে। খবর পেয়ে খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘটনার প্রতিবাদ করেন। এমন অভিযোগ এসেছে আরও কেন্দ্র থেকে। তবু মানুষের কাছে এসব কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ঠা ঠা রোদে ঠায় লাইন দিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন বয়স্করাও। কারণ, এই ভোট ছিল বাংলার হয়ে সারা বিশ্বকে বার্তা দেওয়ার। সেই পরীক্ষায় একশো শতাংশ নম্বর পেয়েছেন ভোটাররা। আর রেকর্ড গোলে জিতে বাংলায় ইতিহাস সৃষ্টি করবে তৃণমূল। কারণ, তৃণমূল মানে মা-মাটি-মানুষের দল। উন্নয়নের দল।

> ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়েই ভোটাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নেতাজির বাংলায় দুর্বৃত্তদের ঠাঁই নেই। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি বাংলা মেনে নেয়নি, নেবেও না। মানুষ ভোট দিয়েছেন উন্নয়নের পক্ষে। বাংলার রায় প্রকাশ হবে আগামী ২ মে। সেদিনই স্পষ্ট হবে যে, বাংলা নিজের সংস্কৃতিতে অবিচল থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়। বাংলা চায় শান্তি-উন্নয়ন হাত ধরাধরি করে চলুক। বাংলা চায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের পক্ষে বিপ্লব ঘটাবে মানুষ।

সিঙ্গুরের জনসভায় জননেত্রী।

জননেত্রীর সভায় সিঙ্গুরে জনজোয়ার

জাগো নিউজ ব্যুরো : ভিড়ে ঠাসা জনসভায় সিঙ্গুরে আন্দোলনের মাটিতে এসে মানুষের ভালবাসায় ভাসলেন জননেত্রী। সভাকে কেন্দ্র করে উপচে পড়ল ভিড়। আর জনজোয়ারে সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী দিলেন কর্মসংস্থানের বার্তা। জানালেন সিঙ্গুরের প্রতি নিজের পুরনো আবেগের কথাও। বললেন, "সিঙ্গুর আমার আন্দোলনের জায়গা। সিঙ্গুর নিয়েও আমার আবেগ আছে। এখানকার প্রতিটি মানুষকে আমি চিনি। তাঁদের নাম ধরে ডাকি। তাঁরাও আমায় খুব ভালবাসে।" এখানে যে কৃষির পাশাপাশি শিল্পও সহাবস্থান করবে সেকথা এখানকার মানুষকে এদিন জানিয়ে দেন নেত্রী। বলেন, "সিঙ্গুরের জমিকে চাষযোগ্য করতে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছি। এখানে এরপর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি হবে। আমরা আরও বড় শিল্প করতে চাই।" সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা জানেন যে সিপিএম সমস্ত শক্তি দিয়ে সিঙ্গুরটা দখল করতে চেয়েছিল। আজকে আমার লজ্জা লাগে যারা সেদিন সিপিএমের হার্মাদ ছিল তারাই এখন আবার বিজেপি হয়েছে। তারাই অশান্তি পাকাচ্ছে। আমি থাকতে সিঙ্গুরে বিজেপি কিচ্ছু করতে পারবে না।" সিঙ্গুরের তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্নার সমর্থনে সিঙ্গুরে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের জেতান। ২২৫-৩০টা আসন আমরা জিতব।" তিনি যে সিঙ্গুর আন্দোলনের পুরনো দিনগুলো ভোলেননি তাও এদিন তাঁর বক্তব্যেই পরিষ্কার।

> সিঙ্গুরের জমিকে চাষযোগ্য করতে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছি। এখানে এরপর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি হবে। আমরা আরও বড় শিল্প করতে চাই।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্রের দুপুরে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা শুরু করেই বললেন, এখানকার প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে চিনি। হঠাৎই মঞ্চ থেকে ডাক পাড়লেন সিঙ্গুর আন্দোলনের সময়কার 'এখানকার মাতঙ্গিনীকে'। ডাকলেন, "কোথায় আপনি!" ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। কাঁধে সেই একই ঢঙে দলীয় পতাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "ওখানে কী করছেন। আপনি মঞ্চে আসুন।" নেত্রী ভুলে যাননি মায়ের কোলে চড়ে হাজতে যাওয়া পায়েলকেও। সে আজ অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

১৪ বছর অনেক সময়। তবু সিঙ্গুরে এলে নেত্রী ফিরে যান আন্দোলনের দিনে। সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে অনশন, সেই লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামে ভূমিরক্ষার লড়াই। তাতেই পরিবর্তন। নেত্রী সিঙ্গুরে নির্বাচনী সভা করতে এলেন সেই নন্দীগ্রাম থেকেই।

নেত্রী বলেন, "মাস্টারমশাই, এটা আপনি কী করলেন। আপনাকে আজও সম্মান জানাই। আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। যেহেতু অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য আপনাকে উপদেষ্টা কমিটির মাথায় রাখতে চেয়েছিলাম। বেচারাম আপনার হয়ে লড়েছে। আপনারও উচিত ওকে আশীর্বাদ করা।"

বেচারাম মান্নার সমর্থনে সিঙ্গুরে বিশাল সভা থেকে নেত্রী বলেন, "বিজেপির পুরনো লোকেরা কাঁদছে। ধার করারা সামনে। আর নেতা ধার করে লজ্জা দেবেন না।" সিঙ্গুরে কৃষিজমি ফেরত দিয়ে তিনি যে তাঁর কথা রেখেছেন, সে কথা উল্লেখ করে বলেন, "অ্যাগ্রো শিল্প এখানে হবেই। আমরা বড় শিল্পও করতে চাই। কৃষি-শিল্প দুইই থাকবে এখানে।" জননেত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে আগের দিন থেকেই সিঙ্গুর জুড়ে ছিল বিপুল উৎসাহ। সকাল থেকে পথে বহু মানুষ। গরম উপেক্ষা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে তৈরি ছিলেন তাঁরা। সিঙ্গুরের গ্রামগুলি থেকে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হাজির হয়েছেন সভাস্থলে। বিশেষ করে কৃষক রমণীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে দেখলেন যে সিঙ্গুরে তিনি আন্দোলনে মানুষকে পাশে পেয়েছিলেন সেই সিঙ্গুর রয়েছে তাঁরই পাশে।

বর্গি, দালাল, বিজেপিকে জবাব দেবে মানুষ

মানুষকে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে ওরা, বাইরে থেকে আনা হয়েছে গুন্ডা : মমতা

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : মানুষের লড়াইয়ে তিনি পাহারাদার। আর মানুষের ধন-সম্পদ তার সম্ভ্রম, জীবন-জীবিকা, অধিকার কেড়ে নিতে এসেছে বর্গি হানাদাররা। কখনও কেন্দ্রের নেতা-মন্ত্রীদের পাঠাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সরকার। কখনও অন্য রাজ্যের মন্ত্রী এমনকী মুখ্যমন্ত্রীদেরও নিয়ে আসছে। আর উল্টোদিকে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই লড়াইয়ে তিনিই নেত্রী। তিনিই বাংলার অধিকারের পাহারাদার।

জননেত্রী প্রথম থেকে দাবি করে আসছেন স্বচ্ছ ভোটের। কিন্তু বিজেপি ভয়ের সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রাখতে চাইছে। মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। নন্দীগ্রাম নিয়েই নেত্রী বলেছিলেন, "যেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে। আমাদের পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে। বাইরের গুন্ডা নন্দীগ্রামে ঢুকে বসে রয়েছে, টাকা উড়ছে, অস্ত্র ঢুকছে। তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেই। নাকা চেকিং নেই। হোটেল, গেস্ট হাউসগুলোর দখল নিয়ে টাকা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। আমরা তথ্য দিচ্ছি, তবু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অথচ বিজেপি লিস্ট দিয়ে যাদের সরাতে বলছে তাকেই সরাচ্ছে।"

বস্তুত, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে বাংলার মানুষের ঘর ভাঙতে চাইছে সাম্প্রদায়িক সরকার। কখনও বিএসএফ, কখনও সিআরপিএফ, কখনও রাজ্যের পুলিশের উপর চাপ তৈরি করে, আবার কখনও নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তে নিতে চাইছে। এটাই তাদের কালচার। ভোট লুঠের ছক এটাই। এটাই ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি। কিন্তু মানুষের জবাব তারা জানে না। গণতন্ত্রের থাপ্পড়ের স্বাদ তারা এখনও পায়নি। সেই স্বাদ তারা পাবে বাংলার মানুষের কাছেই। তখন আর ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারি দল যে গুন্ডামি করছে, তার জবাব একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়ে দেওয়া হবে। এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন নেত্রী। দু'দফার ভোটে গুন্ডামি করেছে বিজেপি। সন্ত্রাস করেছে তারা। মানুষের মধ্যে তাতেই ভয় ঢুকেছে। তার জন্যই মানুষের পাশে থেকে ভয় তাড়াতে চেয়েছেন নেত্রী। আসলে বিজেপি হেরে যাবে বলেই ভয়ে এ কাজ করছে। নেত্রীও বলেছেন, "ওরা হেরে যাবে বলেই এসব করছে।"

টাকা আর অস্ত্র সীমানা দিয়ে এ রাজ্যে ঢোকানোর অভিযোগ অনেকদিন আগেই পেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নেত্রী নিজে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বিজেপির মেশিনারি হয়ে রয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন থেকে কোনও অভিযোগকে কার্যকর করতে দেওয়া হয়নি। এর সবটা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কথায়। ভোটের মুখে কলকাতায় বসে কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ করে গিয়েছেন। নেত্রীও সেই কথা বলেছেন। বলেছেন, "যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিচ্ছেন, সেটা উদ্বেগের। বাহিনীর কাউকে দোষ দেব না। তারা আমাদের বন্ধু। ভাইয়ের মতো। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, তিনি যা করছেন, সেটা করতে পারেন না। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন সিআরপিএফ, সিআইএসএফকে।"

এর মধ্যেই নন্দীগ্রামের বয়ালে একটি বুথে ভোট লুঠের চেষ্টা হয়েছে। সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। খবর পেয়েই মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান নেত্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বলেন সুষ্ঠুভাবে ভোট করাতে। মানুষের ভোট যেন মানুষ দেয়। তার মধ্যেই সবরকমভাবে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে কমিশনে চিঠি দেন নেত্রী। তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক, নেত্রী শুধু এটুকু চান। বলেন, "কমিশনের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। তারা একদম চুপ। আমরা এত চিঠি দিলাম। তারা পক্ষপাতিত্ব করে বিজেপিকে সাহায্য করছে। তাদের নির্দেশেই বিজেপি উসকানি দিচ্ছে, মানুষকে মারছে। খুন করছে। ভোট লুঠ করছে। নতুন ইতিহাস তৈরি করছে। এটা গণতন্ত্রে হয় না। এটা মানুষের উৎসব। মানুষকে ভোট দিতে না দিলে হবে কী করে? কমিশন নিরপেক্ষ হোক।"

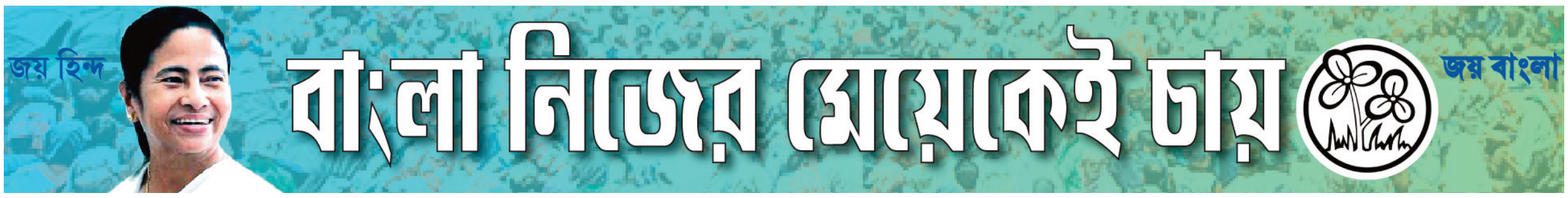

দিদির ১০ অঙ্গীকার

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহায়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)।

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

- খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ।
- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার।

কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে।
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষ যোগ জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিক্যাল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্পমূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম।

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪×৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫১। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 51. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**